



জুলাই-আগস্ট ২০১৬

# জাতিসংঘ সংবাদ DATELINE UN

A MONTHLY NEWS BULLETIN FROM UNIC DHAKA



টেকসই উন্নয়ন  
লক্ষ্যমাত্রা



আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

July-August 2016

২৯তম বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা

Volume-XXIX, No.VII & VIII

## সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে খেলাধুলার ভূমিকা



সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে অভূতপূর্ব অগ্রগতির ১৫ বছর পর নবগৃহীত ২০৩০ সালের স্থিতিশীল উন্নয়ন এজেন্ডায় উত্তরণকালে বিশ্ব তার পরবর্তী অষ্টম টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। আটটি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ও অনিষ্পন্ন করণীয় পর্যালোচনা করতে গিয়ে জাতিসংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমাজের সকল স্তরের অংশীদারের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরবর্তী ১৫ বছরে অনুসরণীয় ১৭টি স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে। মানুষ ও এই গ্রহকে নিকটতর করা এবং কাউকে পেছনে ফেলে না রাখার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংবলিত ২০৩০ সালের এজেন্ডা উন্নয়ন ও শান্তির জন্য ক্রীড়া ক্ষেত্রসহ বিশ্বব্যাপী

উন্নয়নে বৈশ্বিক কার্যক্রমকে অনুপ্রাণিত করার এক অনবদ্য সুযোগ।

শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্য এগিয়ে নেয়ার জন্য ক্রীড়া একটি ব্যয়-সাশ্রয়ী ও নমনীয় হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ২০০০ সালে এমডিজির সূচনাকাল থেকে আটটি লক্ষ্যের প্রতিটিকে জোরদার করার ক্ষেত্রে ক্রীড়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অসংখ্য প্রস্তাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৫ সালে গৃহীত 'আমাদের বিশ্বের রূপান্তর : ২০৩০ সালের স্থিতিশীল উন্নয়ন এজেন্ডা' শীর্ষক ৭০/১-সংখ্যক প্রস্তাবে সামাজিক অগ্রগতি এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ক্রীড়ার ভূমিকা স্বীকার করে বলা হয়েছে : ক্রীড়াও স্থিতিশীল উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে উন্নয়ন ও

শান্তির অষ্টম অর্জন এবং নারী ও যুবক, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষমতায়ন এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ক্রীড়ার ক্রমবর্ধমান অবদানকে আমরা স্বীকার করছি।

ক্রীড়ার এই বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন ও শান্তির জন্য জাতিসংঘ ক্রীড়া দপ্তর (ইউএনও এসডিপি) ক্রীড়ার মাধ্যমে দীর্ঘদিন থেকে মানুষকে কাছাকাছি আনছে এবং বিশাল ক্রীড়া আয়োজন থেকে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া তৎপরতা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে শান্তি উদ্যোগে ক্রীড়াকে সহায়তা দিয়ে আসছে। এসব উদ্যোগে লক্ষ্যগুলো অর্জনে ক্রীড়ার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়নে সহায়তা করছে।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চায় নিয়মিত অংশগ্রহণ বিভিন্ন সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সুফল বয়ে আনে। কেবল শারীরিক



যোগ্যতার ক্ষেত্রেই যে ক্রীড়ার প্রত্যক্ষ অভিঘাত রয়েছে তা নয়, অধিকন্তু তা শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটা সুস্থ জীবনধারার পছন্দও সঞ্চারিত করে, যা তাদের সক্রিয় থাকতে ও অসংক্রামক ব্যাধি মোকাবেলায় সহায়তা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শরীরচর্চা অনুকূল মানসিক স্বাস্থ্য উদ্দীপিত ও বোধশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সঙ্গে শরীরচর্চা সম্পর্ক রয়েছে এবং অবসাদ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকদের ক্ষেত্রেও এর একটা অনুকূল প্রভাব রয়েছে।

ক্রীড়া, বয়স, লিঙ্গ বা জাতিসত্তা নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, বিশ্ব তায়েকন্দো ফেডারেশন বিশ্বজুড়ে উদ্বাস্ত শিবিরগুলোতে মার্শাল আর্টের প্রসারের জন্য তায়েকন্দো ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ উদ্বাস্ত শিশু-কিশোরদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত (লক্ষ্য ৩ : সকল বয়সে সবার জন্য সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা এবং কল্যাণ এগিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ)।

শরীরচর্চা থেকে শিশু-কিশোররা বিপুল সুফল লাভ করে। একটা সমন্বিত

শিক্ষার জন্য স্কুলের শিক্ষাক্রমে শরীরচর্চা ও ক্রীড়া যুক্ত করা প্রয়োজন (লক্ষ্য ৪ : সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জীবনভর শিক্ষা এগিয়ে নেয়া)। যেসব শিশু স্কুলে যেতে পারে না ক্রীড়া তাদের জন্য জীবনভর শিক্ষা ও বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। স্কুলের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীরচর্চায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্ররা দলবদ্ধ কাজ, সদাচার, বিধিবিধান ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, শৃঙ্খলা ও সহনশীলতাসহ খেলাধুলার মূল মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়। এসব দক্ষতা ভবিষ্যতে দলভিত্তিক ক্রিয়াকর্ম ও পেশাগত জীবনের জন্য



অপরিহার্য এবং এগুলো সম্প্রদায় ও সমাজে সামাজিক সম্প্রীতিকে উদ্দীপিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুফল ক্রীড়া থেকে পাওয়া যায়, তাই হলো উন্নয়নের একটা প্রাথমিক লক্ষ্য।

এ কারণেই ক্রীড়াকে অগ্রগতির একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ইউএনওএসডিপি অসুবিধাগ্রস্ত সম্প্রদায়ের যুব নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ২০১২ সাল থেকে তার যুব নেতৃত্ব কর্মসূচি (ওয়াইএলপি) পরিচালনা করছে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জার্মানির হামবুর্গে অনুষ্ঠিত ওয়াইএলপি শিবিরে ছয়জন উদ্বাস্তকে স্বাগত জানিয়ে দলভুক্ত করা হয়, যা অন্তর্ভুক্তি লাগান ও মানুষকে একত্রিত করার ক্রীড়ার সক্ষমতা তুলে ধরে।

এছাড়া, ক্রীড়া তার অত্যন্ত মৌলিক ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং তা লিঙ্গভিত্তিক সমতা এগিয়ে নিতে পারে। (লক্ষ্য ৫ : লিঙ্গভিত্তিক সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন)। ক্রীড়া ও শরীরচর্চার মাধ্যমে নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন হতে পারে এবং স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ওপর ক্রীড়ার যে অনুকূল অভিঘাত রয়েছে তা থেকে তারা সুফল পেতে পারে।

সচরাচর নারীর ক্ষেত্রে যেসব

গতানুগতিক ও সামাজিক ভূমিকা জড়িয়ে রয়েছে, ক্রীড়ায় তাদের অংশগ্রহণ সেগুলোকে চ্যালেঞ্জও করতে পারে। নারী ও মেয়েদের দক্ষতা ও সামর্থ্য তুলে ধরার মাধ্যমে ক্রীড়া তাদের মেধা ও অর্জন প্রদর্শনে সহায়তা করতে পারে। ফলে এটা নারী অংশগ্রহণকারীদের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। ক্রীড়া সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও বন্ধুত্বের সুযোগ তৈরি করতে পারে, যা পুরুষ প্রতিপক্ষের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ব্যক্তি ও গ্রুপ উভয়ের কাছেই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুফল পৌঁছাতে পারে।

ইউএনওএসডিপি এবং তার সহযোগীদের উদ্যোগের মাধ্যমে শহর ও সম্প্রদায়গুলোকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে অবদান রাখছে ক্রীড়া (লক্ষ্য-১১ : শহরগুলোকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক ও টেকসই করা)। ২০১৬ সালের এপ্রিলে নেপাল (Nep All) প্রকল্পের টেবিল টেনিস আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমি নেপাল গিয়েছিলাম। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া লোকদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা। পিছিয়ে পড়া লোকদের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের লোকদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে ক্রীড়া কীভাবে সামাজিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে পারে, এটা তার একটা বিরাট উদাহরণ। বিশেষ করে ২০১৫ সালে নেপালে বিপর্যয়কর ভূমিকম্পের পর যারা বেঁচে ছিল তাদের জন্য ক্রীড়া একটা স্বাভাবিকতা আত্মফলপ্রসূতাবোধ সৃষ্টি করেছিল।

এছাড়া, ক্রীড়া ও তার সর্বজনীনতা উৎকর্ষের দিক থেকে সংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে বলে সংঘাত রোধ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এগিয়ে নেয়ার একটা অর্থবহ হাতিয়ার হিসেবে ক্রীড়াকে ব্যবহার করা যেতে পারে (লক্ষ্য ১৬ : ন্যায়ানুগ, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ এগিয়ে নেয়া)।



অভিন্ন লক্ষ্য ও স্বার্থে অংশগ্রহণকারীরা যখন তৃণমূল ও সমাজ পর্যায়ে সমবেত হয়, তখন শান্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে গিয়ে ক্রীড়া অনেক সময় সেখানে নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলে; সেখানে তারা শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সদাচরের মতো মূল্যবোধগুলোর শিক্ষা নেয় এবং সামাজিক যোগ্যতা গড়ে তোলে। অভিন্ন বিভাজক ও শরিকানামূলক আবেগ হিসেবে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বা রাজনৈতিক বিভাজন নির্বিশেষে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে পারে ক্রীড়া। সংঘাত বা অস্থিতিশীলতার সময়ে ক্রীড়া কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বাভাবিকতাবোধ সঞ্চারিত করতে পারে।

বৈশ্বিক উন্নয়ন সত্যিকারভাবে বৃদ্ধি করা ও এসডিজি বাস্তবায়নের মূলে রয়েছে একটি জোরালো ও সুসঙ্গতিপূর্ণ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। যে কোনো সময়ের চেয়ে বিশ্ব এখন বেশি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং ক্রীড়ার যে বৈশ্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা শরিকানামূলক অঙ্গীকার সংবলিত বিভিন্ন সহযোগী ও অংশীদারদের প্রভাবশালী নেটওয়ার্ককে একটা স্থায়ী উন্নয়ন যুক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন। এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া জগৎ ক্রীড়াকে স্থিতিশীল উন্নয়নে ব্যবহার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ শক্তিশালী

সহযোগী ও অংশীদারের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারে [লক্ষ্য-১৭ : স্থিতিশীল উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সঞ্জীবিত করা]।

এই প্রেক্ষিতে এ ধরনের অংশীদারিত্বের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হলো জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) মধ্যকার সহযোগিতা। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পর্যবেক্ষকের মর্যাদাপ্রাপ্ত এবং তা উন্নয়ন ও শান্তির জন্য বিভিন্ন যৌথ ক্রীড়া উদ্যোগে ইউএনওএসডিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। উদাহরণ হিসেবে সাধারণ পরিষদ অলিম্পিক অস্ত্রবিরতির ওপর বেশ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। প্রতি চার বছর পরপর অলিম্পিক ও প্যারাঅলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানকালে সদস্য রাষ্ট্র, সংঘাতরত সকল পক্ষ ও অন্যান্য অংশীদারের প্রতি এই অস্ত্রবিরতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য জাতিসংঘ আহ্বান জানায় এই আশায় যে, একদিনের অস্ত্রবিরতি এক সপ্তাহের শান্তি, এক মাসের শান্তি এবং পরিশেষে যুদ্ধের সমাপ্তি বয়ে আনতে পারে। এভাবে শান্তি এগিয়ে নেয়ার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য বহন করে অলিম্পিক মূল্যবোধ ক্রীড়া ও শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। ১৮০টি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের

সম্মিলিত উদ্যোগে উত্থাপিত সাধারণ পরিষদের 'ক্রীড়া এবং অলিম্পিক আদর্শের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও উন্নততর বিশ্ব গড়ে তোলা' শীর্ষক ৭০/৪ সংখ্যক প্রস্তাবটি ২০১৫ সালে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে সদস্য দেশগুলো আগস্টে রিও-২০১৬ সালে অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগে থেকে সেপ্টেম্বরে রিও-২০১৬ প্যারালিম্পিক গেমসের সমাপনী অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত অস্ত্রবিরতি পালনে সম্মত হয়।

এসব ক্রীড়ানুষ্ঠান বিশ্বব্যাপী মানুষকে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী হবে। দক্ষিণ আমেরিকায় অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক গেমস আয়োজনে ব্রাজিলই হচ্ছে প্রথম স্বাগতিক দেশ। আর উদ্বাস্তরাও তাদের অলিম্পিক দল নিয়ে এই প্রথমবারের মতো প্রতিনিধিত্ব করবে। ২০১৬ অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক গেমসের দুটি নজিরবিহীন বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছে যে, খেলার বিষয়গুলো প্রচণ্ড হিংস্র

প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় বরং একটি অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার এবং শান্তি, অন্তর্ভুক্তি ও শ্রদ্ধার একটি বার্তা পাঠাবার অনবদ্য সুযোগ। পৌর, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সুসঙ্গতিপূর্ণ ও স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদি নীতির অংশ হিসেবে বড় ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে সেগুলো সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষা এগিয়ে নিতে সহায়ক হতে পারে।

তবে ক্রীড়া এখনও তার সত্যিকার সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশে বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক সময়েই আমরা ক্রীড়া অনুষ্ঠানকালে অসহনশীলতা, জাতি-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও সহিংসতার উদাহরণ দেখেছি। এসব কদর্যতা মোকাবিলা এবং ক্রীড়ার অনুকূল শক্তি পুরোপুরি কাজে লাগাতে ক্রীড়া সংগঠন, ব্যবস্থাপক, ক্রীড়াবিদ ও অনুরাগীদের যা করা সম্ভব তার সবই করতে হবে। অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো দুর্নীতি ক্রীড়াকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দুর্নীতি ক্রীড়াকে হত্যা করে, আর তাই ক্রীড়া ক্ষেত্রে মাদকাসক্তিসহ কোনো অসদাচরণ

বরদাশত করা যাবে না। আমাদের ভূমিকা হলো অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং সুশাসন, শুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা পরিগ্রহ করা এগিয়ে নেয়া। সকল ক্রীড়া সংগঠনের মর্মমূলে এসডিজিগুলোকে স্থাপনের জন্য আমাদের সচেষ্টিত হতে হবে।

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ক্রীড়া তার সর্বজনীন মূল্যবোধ ও নীতির মাধ্যমে তার বিপুল অনুকূল ক্ষমতা ও আবেগ দিয়ে মানুষকে নিকট থেকে নিকটতর করা, অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব এগিয়ে নেয়া অব্যাহত রাখবে। ঐতিহাসিকভাবে সকল সমাজেই ক্রীড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং একটি শান্তির সংস্কৃতি এগিয়ে নেয়ার জোরালো যোগাযোগ মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে। জাতিসংঘের মূল্যবোধ এগিয়ে নেওয়া এবং এসডিজি অর্জনের জন্য এটা অন্যতম সর্বাধিক ব্যয় সাশ্রয়ী ও বিবিধ ব্যবহারোপযোগী হাতিয়ার, যার ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

## বাংলাদেশে জাতীয় যুব নীতি চূড়ান্তকরণ উপলক্ষে কর্মশালা



জাতীয় যুব নীতি চূড়ান্তকরণ উপলক্ষে গত ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখে ঢাকার লা মেরিডিয়ান হোটেলে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), যুব ও উন্নয়ন বিষয়ক অধিদপ্তর (ডিওয়াইডি) এবং গবেষণা ও তথ্য কেন্দ্র (সিআরআই) যৌথভাবে এক কর্মশালার আয়োজন করে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদার এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি যুবকদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত এই যুবনীতি বাংলাদেশে যুব সমাজের উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের কিশোর এবং যুব বিষয়ক থিম গ্রুপ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় যুব নীতি চূড়ান্তকরণে যেসব পরামর্শ সভার আয়োজন করে সেখানে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। জাতিসংঘ বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও মিডিয়া প্রতিনিধিবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্য রাখেন। ইউএনএফপিএ প্রোগ্রাম অফিসার জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

# বিশ্ব মানবতা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

১৯ আগস্ট ২০১৬

আজ রেকর্ড পরিমাণ ১৩ কোটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। এই সাহায্য প্রার্থী মানুষদের একসঙ্গে দলবদ্ধ করা হলে পৃথিবীর দশম জনবহুল দেশ গঠিত হবে।

এই সংখ্যাগুলো সত্যিই বিস্ময়কর, কিন্তু তা এই ঘটনার একটি ভগ্নাংশ মাত্র। এই পরিসংখ্যানের পেছনে লুকায়িত আছে ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায় যাদের জীবন এখন বিধ্বস্ত। আপনার ও আমার প্রতি অভিন্ন মানুষ, যেমন শিশু, নারী এবং পুরুষ তারা প্রতিদিন অসম্ভব সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হচ্ছে। এই মাতাপিতাগণ তাদের সন্তানদের জন্য খাদ্য অথবা ওষুধ কেনার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই ছেলেমেয়েরা হয় স্কুলে যাওয়া অথবা পরিবারকে সহায়তায় কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিবারগুলো হয় বোমাবর্ষণের ঝুঁকিসহ বাড়িতে অবস্থান করছেন অথবা বাধ্য হচ্ছেন বিপজ্জনকভাবে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে।

এই সঙ্কট যা এই মানুষগুলোকে আশাহীন কষ্টে ফেলে দিয়েছে তা সমাধানের উপায় সহজ বা তড়িৎ নয়। কিন্তু কিছু জিনিস আছে, যা আমরা সবাই আজ এবং প্রতিদিন করতে পারি। আমরা সমবেদনা দেখাতে পারি, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারি এবং আমরা পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে পারি। বিশ্ব মানবতা দিবস মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করার একটি বার্ষিক দিন। এছাড়া সঙ্কটের সময় শ্রম দেয়া মানবিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি সম্মান



প্রদর্শনের জন্য এটি একটি উপলক্ষ। আমার শ্রদ্ধা এই নিবেদিত নারী ও পুরুষদের প্রতি, যারা বিপদ উপেক্ষা করে অধিক ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে।

আজ আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি জাতিসংঘের ‘World You’d Rather’ প্রচারণায় সম্পৃক্ত হতে। সচেতনতা ও সহানুভূতি গড়ে তোলার পাশাপাশি, এই প্রচারণার একটি শক্ত লক্ষ্য হচ্ছে জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় জরুরি সাড়া তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং মানবতার অগ্রদূত হিসেবে নথিভুক্ত করা ব্যক্তিদের সর্বত্র সহায়তা করা। আমাদের সবাইকে সমাজ ও সরকারগুলোর কাছে মানবতাকে প্রথম হিসেবে স্থাপন করার দাবি তুলে ধরতে হবে।

এই বছরের শুরুর দিকে ৯০০০ অংশগ্রহণকারী প্রথম বিশ্ব মানবিক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ইস্তাম্বুলে সমবেত হন। বিশ্ব নেতারা যুদ্ধ, দুর্ভোগ এবং তীব্র

অরক্ষিত অবস্থার মধ্যে বসবাসকারী মানুষের জীবন রূপান্তর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা মানবতার এজেন্ডার পেছনে আছেন এবং কাউকে ফেলে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এই প্রতিশ্রুতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে। মানবাধিকার, স্থিতিস্থাপকতা এবং দারিদ্র্য বিমোচনকে কেন্দ্রবিন্দু করে এই ১৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্য ১৫ বছরের একটি বিশ্ব উন্নীত পরিকল্পনা প্রস্তাব করে যা চাহিদা এবং দুর্বলতা কমাতে এবং সবার জন্য শান্তি, মর্যাদা ও সুযোগ করে দেবে। এই যৌথ যাত্রা সফল করার জন্য আমাদের সকলের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকে একটি পরিবর্তন আনতে পারি। এই বিশ্ব মানবতা দিবসে আমরা মানবতার নামে ঐক্যবদ্ধ হই এবং এটাই প্রমাণ করি যে, আমরা কাউকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাব না।

# আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৬

## টেকসই উন্নয়নে দরকার যুবসমাজের ভূমিকা

আগামীকাল আন্তর্জাতিক যুব দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনের পথ-দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং টেকসই উৎপাদন ও ভোগ নিশ্চিতকরণ', যেখানে টেকসই উন্নয়নের জন্য যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

এজেন্ডা ২০৩০-এর প্রথম ও দ্বাদশ লক্ষ্য হচ্ছে যথাক্রমে 'সবখানে সব ধরনের দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই ভোগ ও উৎপাদনের ধরন নিশ্চিতকরণ'। আন্তর্জাতিক যুব দিবসে চলতি বছরের প্রতিপাদ্যের লক্ষ্য দারিদ্র্য এবং টেকসই উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সংযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ। আর এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, পুষ্টির ঘাটতি এবং নাজুক স্বাস্থ্য, বিশেষত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে।

যুব জনগোষ্ঠী যেহেতু সামাজিকভাবে গঠিত একটি শ্রেণির মধ্যে পড়ে, সে জন্য 'যুব'র সংজ্ঞা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যুব হচ্ছে জীবনের একটা পর্যায়, যাকে সাধারণত কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময় ব্যক্তি পর্যায়ে বাড়তি কিছু সুবিধা ও অধিকার ভোগ করলেও মানুষ পূর্ণ বয়স্কের মর্যাদা পায় না। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'যুব'র ব্যাপ্তি ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত। তবে বাংলাদেশে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত নরনারীকে যুবক-যুবতী বলে গণ্য করা হয়। যেভাবেই তাদের

সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, যুবসমাজকে তাদের নিজের অধিকারের বিষয়ে সচেতন করতে হবে এবং তাদের একটি শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। কারণ, তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং পরিপ্রেক্ষিতের ওপর প্রভাব ফেলে ও তার মাধ্যমে প্রভাবিতও হয়ে থাকে।

এই 'প্রভাব ফেলা' এবং 'প্রভাবিত হওয়া'র ব্যাপারটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে যুবসমাজকে যখন এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনের প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত করার জন্য ভাবা হচ্ছে। এ জন্য যা যা করতে হবে :

যুবসমাজের ক্ষমতায়ন অবশ্যই হতে হবে, যাতে তারা তাদের অধিকার আদায় ও নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। এটা দেশের এবং মানবতার অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যবিয়ে, অল্প বয়সে বা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধে কাজ করতে হবে। অল্প বয়সে বিয়ে, গর্ভধারণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগের অভাব (যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ), পুষ্টির অভাব এবং লিঙ্গবৈষম্য এখনো লাখে কিশোরী ও নারীর অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাদের যুক্ত করা যাচ্ছে না। দেশ থেকে অপুষ্টি দূর করতে হবে। অপুষ্টি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। ব্যক্তি পর্যায়ে পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায়ও এর প্রভাব পড়ে। অপুষ্টির কারণে প্রতিবছর উৎপাদন খাতে ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষতি

হয়। এই ক্ষতির প্রভাব জীবনভর স্থায়ী হয়। ফলে স্বাস্থ্য নাজুক হয়, শিক্ষা অর্জনে পিছিয়ে থাকতে হয় এবং উৎপাদনশীলতা ও উপার্জনের সম্ভাবনা কমে যায়। যুব জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

বাংলাদেশে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৪ শতাংশ। দেশের উন্নয়নে যাতে জনসংখ্যার এই বিশাল অংশটি ভূমিকা রাখতে পারে, সে জন্য তাদের প্রভাবিত করতে হবে। সে জন্য যা করতে হবে সেগুলো হচ্ছে :

প্রথমত, দেশটির যুবসমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও দক্ষতার উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য পর্যাপ্ত ও জেডার সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কিশোরীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই এ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের উন্নয়ন কাজে তরুণদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার প্ল্যাটফর্ম গড়ে দিতে হবে। তাদের অগ্রগতি ও মতামত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কীভাবে এটা করা যেতে পারে? যেহেতু বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ যুবসমাজ, তাই তাদের কার্যক্রমের একটা বাড়তি

## টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের যুবসমাজের নেতৃত্ব



গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান সময়ের দৃশ্যমান ভোগ প্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং কার্যক্রমের গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরাটা জরুরি। এতে সার্বিক ভোগের কার্যকারিতা বাড়বে এবং অপচয় ও দূষণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে। যুব জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত হতে হবে। একই সঙ্গে অন্যদের পরিবেশবান্ধব ভোগের বিষয়, এর হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং ব্যবহৃত জিনিসকে আবার ব্যবহার উপযোগী করে তোলার মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। যদি শুধু বাংলাদেশের যুব জনসংখ্যাও (প্রায় পাঁচ কোটি ২০ লাখ) নিজেদের ভোগের ধরন পাল্টায়, তাহলেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়বে।

উৎপাদন ও ভোগের এই পরিবর্তনশীল ধরন দারিদ্র্য বিমোচনেও অবদান রাখতে পারে। দারিদ্র্য দূর করাই এজেন্ডা ২০৩০-এর প্রধান লক্ষ্য। দারিদ্র্যের প্রকাশ বহুমাত্রিক আর তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অপুষ্টি, অশিক্ষা, সামাজিক বৈষম্য, দুর্বল স্বাস্থ্য (বিশেষত, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য) প্রভৃতি। দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখে। যাদের কোনো শিক্ষা নেই, তাদের তুলনায় মাধ্যমিক বা আরও উঁচু পর্যায়ের শিক্ষা অর্জনকারী জনগণের মধ্যে দারিদ্র্য ছয়গুণ কম দেখা যায়। নগর এলাকায় অপুষ্টি, দারিদ্র্য আর জীবনযাত্রার মান

নির্ভর করে শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার ওপর। এতে বোঝা যায়, কীভাবে এসব বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা একজন মানুষের কৈশোরের মতো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা পর্যায়ে প্রভাব ফেলে, যার প্রভাব পরবর্তী জীবনেও বহিতে হয়।

যুবসমাজকে দারিদ্র্য হ্রাস করার পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টায় তাদের যুক্ত করতে হবে। এই দুই উপায়ে ২০৩০ সালের এজেন্ডা অর্জনে অবদান রাখতে তরুণদের জন্য গ্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে। সুস্থ, শিক্ষিত, কর্মে নিযুক্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত যুবারা শুধু নিজেদের উন্নয়নই করে না; পাশাপাশি তারা পরিবার, সম্প্রদায় এবং দেশের উন্নতি করতে পারে। বাংলাদেশের সামনে এখন একটি জনমিতিক সুফল এর সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ সুযোগ বিদ্যমান থাকবে ২০১১-৩১ সালের মধ্যে। কর্মশক্তিতে অনেক বেশি মানুষ যোগ দেয়ার ফলে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্ভরশীল মানুষের তুলনায় বেশি বেড়েছে উৎপাদনশীল মানুষের সংখ্যা। প্রমাণ মিলেছে, পরিবারে সন্তানসংখ্যা কম হলে তাদের পড়াশোনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করার সুযোগ মেলে। এতে মানবসম্পদ যেমন সমৃদ্ধ হয়, তেমনি পরিবারের সদস্যরা নিজেদের অবসর জীবনের জন্য অধিকতর সঞ্চয় করতে পারেন এবং এভাবে তারা আরও

বিনিয়োগ করে। তা ছাড়া মেয়েরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করে এবং কাজ পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে কর্মশক্তির বিকাশের মাধ্যমে অর্থনীতিও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। গুটিকয়েক ব্যতিক্রম বাদ দিলে বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, যেসব দেশে প্রজনন হার কম—সেসব দেশ উচ্চ প্রজনন হারের দেশগুলোর চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। আগামী ১০ বছরের মধ্যে সঠিক বিনিয়োগ না করলে এই জনমিতিক সুফল পাওয়া যাবে না।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যুব জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার উদ্দেশ্য পূরণের পথে অগ্রসর হতে পারবে। তা ছাড়া তাদের নিজেদের শক্তির বিকাশের সুযোগ দেয়াটা অত্যাবশ্যিক। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং টেকসই উৎপাদন ও ভোগ—এই দুটি ক্ষেত্রে যুব জনগোষ্ঠী কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আসুন, আন্তর্জাতিক যুব দিবসে যুবসমাজের অর্জনগুলোকে উদ্‌যাপন করি এবং তাদের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি জানাই। বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ দেশে পরিণত করার জন্য এটা জরুরি।

প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে ইউএনএফপিএ (কিশোর ও যুব থিম গ্রুপের চেয়ার) ডব্লিউএফপি, ইউনেস্কো ও ইউনিক কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত

# জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসডিজি ক্যাম্পেইন উদ্বোধন

২৯ আগস্ট ২০১৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১৬ আগস্ট ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র আয়োজিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতিসংঘ সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এসডিজিবিষয়ক এক ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য বলেন যে, এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই প্রবণতা এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অব্যাহত থাকবে। উপাচার্যের সম্মেলনক্ষেত্রে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনকালে তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের ইতিবাচক ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের বেশ কিছু সংস্থার অবদানের কথা স্মরণ করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বলেন, জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বার্তাগুলো প্রচার এবং এগুলোকে ধারণ করার জন্য সর্বজনীন অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে তরুণদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে। ডুমুনা এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘমেয়াদি এসডিজি প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে। ডুমুনার মডারেটর ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন তার উদ্বোধনী বক্তব্যে এই প্রচারণামূলক কার্যক্রমে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ডুমুনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন।



জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন: নির্বাহী সম্পাদক: এম. মনিরুজ্জামান, ফোন: ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স: ৯১৮ ৩১০৬ ওয়েব: www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website: www.unicdhaka.org